গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ভাটপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটারগান (পিস্তল), তিন রাউন্ড গুলি ও তিনটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

শনিবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গাংনীস্থ সেনাবাহিনী ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভাটপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি দল অভিযানে নামে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অপরাধচক্রটি পালিয়ে যায়। এ সময় তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ও গুলি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থার জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় চুরি হওয়া পাওয়ারটিলার উদ্ধার, গ্রেফতার ১

আলমডাঙ্গা উপজেলার বাঁচামারী গ্রামের বড়জোলা মাঠ থেকে চুরি যাওয়া একটি পাওয়ারটিলার উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত লাল্টু মিয়া (৩৬) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাঁচামারী গ্রামের মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে হেলাল উদ্দিন (২১) নিজের পাওয়ারটিলার দিয়ে বড়জোলা মাঠে জমি চাষ শেষে তা সৌরবিদ্যুতের চালের নিচে বেগুন গাছের খড়ি দিয়ে ঢেকে রেখে বাড়িতে ফেরেন। পরদিন ভোরে মাঠে গিয়ে তিনি দেখতে পান, তার পাওয়ারটিলারটি

চুরি হয়ে গেছে।

পরে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পরও না পেয়ে হেলাল উদ্দিন আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পর আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে একই গ্রামের মৃত ভুট্টা মিয়ার ছেলে লাল্টু মিয়াকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত লাল্টুকে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান। তিনি বলেন, অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া পাওয়ারটিলারটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

হারানো ১১২ মোবাইল উদ্ধার করে মালিককে বুঝিয়ে দিল পুলিশ

হারিয়ে যাওয়া ও চুরি-ছিনতাই হওয়া ১১২টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দিয়েছে ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল। এসময় প্রতারণার মাধ্যমে খোয়া যাওয়া ৯৩ হাজার ২২০ টাকা ও প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

গতকাল রবিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ উপস্থিত থেকে প্রকৃত মালিকদের কাছে এসব মোবাইল বুঝিয়ে দেন। এসময় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের আবুল হাশেম, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের উপপরিদর্শক খালিদ হাসান ও সহকারী উপ-পরিদর্শক ইখলাচুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, অভিযোগ ও জিডির ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে মোবাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সহায়তায় খোয়া

যাওয়া টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে জামায়াতের কার্যালয় থেকে সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ উদ্ধার

ঝিনাইদহের এক ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয় থেকে মজুদ রাখা সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ উদ্ধার করেছে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা।

গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে সদর উপজেলার সুরাট বাজারে সুরাট ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয়ে এই অভিযান পরিচালনা করে কৃষি বিভাগ।

জানাগেছে, গত ১৬ অক্টোবর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রায় ৫হাজার কৃষকের মধ্যে সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ বিতরণ করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে। শুক্রবার রাত ১১টার দিকে সার-বীজ না পাওয়া কৃষকরা জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে সার-বীজের মজুদের খবর পেয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভের খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে অভিযান চালায় কৃষি বিভাগ।

স্থানীয় কৃষক নাসির মন্ডল বলেন, উপজেলা থেকে কৃষকদের জন্য বিতরণকৃত প্রণোদনার সার-বীজ ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয়ে মজুদ করে রাখা হয়। সরকারি তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা সার পাচ্ছে না। এই কার্যালয়ে আরও অনেক সার-বীজ মজুদ ছিল। জামায়াতের নেতারা তাদের পছন্দমতো লোকদের মধ্যে এসব সার বিতরণ করছে কয়েকদিন ধরে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর ই নবী বলেন, শুক্রবার রাতে সংবাদ পেয়ে সুরাট ইউনিয়নের সুরাট বাজারে ইউনিয়ন জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয় থেকে ৫০০ কেজি ডিওপি, ৫০০ কেজি এমওপি, ৮ কেজি সরিষার বীজ ও ১৯ কেজি মসুরের বীজ জব্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেকের জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করে তালিকায় স্বাক্ষর

করে সার-বীজ বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে কিভাবে প্রায় ৩০ জন কৃষকের সার-বীজ মজুদ রয়েছে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। তার পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর ইকবাল হোসেন বলেন, কৃষকরা এখানে তাদের ভাগের সার-বীজ রেখে গেছে। পরে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।এবিষয়ে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা জামায়াতের আমির আলী আজম মোঃ আবু বকর বলেন, কৃষকদের বরাদ্ধ পাওয়া সার ও বীজ একসাথে পাওয়ার কারণে সবাই মিলে নিয়ে এসে জামায়াত অফিসে রেখেছে বন্টন করে নেওয়ার জন্য। এই অভিযান উদ্দেশ্যমূলক এবং অভিযোগ ভিত্তিহিন।

গাংনীতে তালাবদ্ধ ঘরে কাঠমিস্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ফতাইপুরে একটি তালাবদ্ধ কারখানার ভিতর থেকে বিপ্লব হোসেন নামের এক কাঠমিস্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিপ্লব হোসেন বগুরা জেলার আশিরবাটি গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে কারখানার তালা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার অপর দুই সহযোগী বগুড়ার ফুলবাড়ি গ্রামের আজাদুলের ছেলে মাসুদ ও নয়ন মিয়ার ছেলে নাহিদ পলাতক রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, একটি কারখানার মধ্যে মরদেহটি রয়েছে। বাইরে থেকে তালাবদ্ধ থাকায় এখনো মরদেহটি উদ্ধার করা যায়নি। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। সিআইডির টিম আসলে ঘরের তালাভেঙ্গে উদ্ধার করা হবে।

ওসি (তদন্ত) মামুন আরো জানান, বিপ্লব হোসেন ও তার অপর দুই সহযোগী ফতাইপুর গ্রামের রিকাত আলীর এই বাড়িটি ভাড়া নিয়ে কাঠের

ফার্নিচার বানিয়ে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করতেন। গত শনিবার নাদিম হোসেন বিপ্লব হোসেনের তিনটি ফার্নিচার মেশিন ও নগদ সাত হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। পরে মাসুদের মোবাইল ফোন নিয়ে নেই বিপ্লব। মাসুদের সহযোগী নাহিদকে খুঁজে আনাররজন্য চাপ দেন। তারপর থেকেই নিরুদ্দেশ রয়েছে ওই দুই কর্মচারী।

মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মুনজুর আহমেদ গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ঝিনাইদহে মাঠ থেকে কৃষকের লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার রাঙ্গিয়ার পোতা গ্রামের মাঠ থেকে হাত-পা ও গলা বাঁধা অবস্থায় ইসাহাক আলী (৬৫) নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে বংকিরা- রাঙ্গিয়ার পোতা সড়কের বটদাড়ির মাঠ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত ইসাহাক আলী রাঙ্গিয়ার পোতা গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে রাস্তার পাশে ধান ক্ষেতে আইলে ইসাহাক আলীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে স্বজনদের খবর দেয়। স্বজনরা এসে ইসাহাক আলীকে শনাক্ত করলে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

ডাকবাংলা পুলিশ ক্যাম্পের এস আই আনিছুর রহমান বলেন, পাঁ বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে ইসাহাক আলীকে হত্যা করে ওই স্থানে ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা দ্রুত শনাক্ত করে

অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার কাজ চলছে।

মুজিবনগরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সেনাবাহিনীর হানা, পিস্তল, গুলি ও গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অভিযান চালিয়ে ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল, ১টি লাইভ অ্যামুনিশন এবং ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

গতকাল সোমবার রাত ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মহাজনপুর কবরস্থানের পাশে একটি আমবাগানে সেনাবাহিনীর একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় ডাকাত দল সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে তল্লাশি চালিয়ে আমবাগানে অবস্থিত একটি ছাপড়ি ঘর থেকে ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল, ১টি লাইভ অ্যামুনিশন এবং ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্র, অ্যামুনিশন এবং গাঁজা পরবর্তীতে মুজিবনগর থানায় পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

দর্শনায় বড় মসজিদের ওয়াস রুম

থেকেপরিত্যাক্ত হ্যান্ডকাপ ও নষ্ট স্মার্টফোন উদ্ধার

দর্শনা রেলবাজার বড় মসজিদের ওয়াস রুমের ভিতর থেকে একটি পরিত্যাক্ত হ্যান্ডকাপ ও একটি নষ্ট টাসফোন উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ২টা ৩০ মিনিটের সময় হ্যান্ডকাপ ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করেন দর্শনা থানার এস আই আশিকুল হক।

পুলিশ জানায়, প্রায় ১০/১২ বছর আগের পুরাতন জংধরা হ্যান্ডকাপ ও একটি নষ্ট মোবাইল ফোন ওয়াস রুমের ভিতরে ছিল। এতে করে করে ওয়াস রুমটি ব্যাহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এসময় একজন হরিজনকে দিয়ে ওয়াস রুমটি পরিস্কার করতে গিয়ে দেখায় একটি পুরাতন হ্যান্ডকাট ও একটি নষ্ট মোবাইল ফোন আটকে ছিল।

এসময় হরিজন মোবাইল ও হ্যান্ডকাপ পেয়ে মসজিদ কমিটিকে জানালে মসজিদ কমিটির লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। পরে দর্শনা থানার এস আই আশিকুল হক মোবাইল ফোন ও হ্যান্ডকাপ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়রী হয়েছে বলে জানান দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর।

মেহেরপুরে অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার ও বিনষ্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালাচাঁদপুর ভৈরব নদ থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করেছে প্রশাসন।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে ভৈরব নদীর কালাচাঁদপুর অংশে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে প্রায় দুই হাজার মিটার অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেখানে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে উদ্ধারকৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

অভিযান চলাকালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি, সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন এবং সদর থানার এসআই উজ্জ্বল হোসেন প্রমুখ।

প্রশাসন জানায়, অবৈধ জাল দিয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে যাতে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যায়।

গাংনীতে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। গেল রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী জানান, ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুটির নাড়ি কাটা হয়নি। বাগানে ফেলে রাখায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গেল দুদিন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ইনকিউবেটারে ছিল। গতকাল সন্ধ্যায় কিছুটা সুস্থ হওয়ায় শিশুটিকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। তবে রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুরে মটমুড়া গ্রামের একটি বাঁশবাগান থেকে সদ্য ভুমিষ্ঠ হওয়া কন্যা শিশুটিকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। গাংনী উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সহায়তায় তার চিকিৎসা চলছিল। পরিচয়বিহীন কন্যা শিশুটিকে দত্তক নিতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে এখনও পর্যন্ত শিশুটির পিতামাতার পরিচয় মেলেনি।

শিশুটির দাফনের বিষয়ে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী জানান, শিশু কল্যাণ বোর্ডের সিদ্ধান্ত হলে তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।